47694 - কসমটেকি সার্জারি করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকরে কসমটেকি সার্জাররি ব্যাপারে জানতে চাই; সটেি কি হারাম? বশিষেতঃ যদি এটি মানসকিভাবে আমাকে পরেশোন করে এবং আমার জীবনযাত্রার ওপর নতেবিাচক প্রভাব ফলে। তাছাড়া ডাক্তাররোও বলছেে যে, এটি প্রয়োজন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কসমটেকি সার্জারি দুইভাগে বভিক্ত:

১। জরুরী কসমটেকি সার্জারি: সটেি এমন সার্জারি যা কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়। যে ত্রুটি কোন রোগরে কারণে কংিবা যানবাহন, আগুন ঘটতি বা অন্য কোন দুর্ঘটনার কারণ। কংিবা সৃষ্টগিত কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়; যে ত্রুটি নয়িে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করছে। যমেন অতরিক্তি আঙ্গুলটি কটেে ফলো কংিবা জোড়ালাগা দুটো আঙ্গুলকে জোড়ামুক্ত করা, ইত্যাদি।

এ ধরণরে সার্জারি জায়যে। সুন্নাহতে এমন কছিু দললি এসছেে যা এর সপক্ষে প্রমাণ বহন কর:

ক. আরফাজা বনি আসআদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, জাহলেী যামানায় কুলাবরে দনি (জাহলেী যামানায় যইে দনি সখোনে যুদ্ধ সংঘটতি হয়ছেলি) তার নাকটি কাটা পড়ছেলি। তখন তনিি একটি রূপার নাক গ্রহণ করছেলিনে। এতে করে সটেতিে দুর্গন্ধ হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি স্বর্ণরে নাক গ্রহণ করার নর্দিশে দনে।[সুনানে তরিমযিি (১৭৭০), সুনানে আবু দাউদ (৪২৩২) ও সুনানে নাসাঈ (৫১৬১); শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গাললি’ গ্রন্থে (৮২৪) হাদসিটকিে ‘হাসান’ বলছেনে]

খ. আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: “আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনছেি যে, তনিি সৌন্দর্যরে জন্য চোখরে ভ্রু-সরুকারনী ও দাঁতকে সরুকারনী নারীদরেকে লানত করছেনে; তথা যারা আল্লাহ্র সৃষ্টকিে পরবির্তন কর।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

ইমাম নববী বলনে:

হাদসিে উদ্ধৃত: "সৌন্দর্য্যরে জন্য দাঁতকে সরুকারনিী" এ কথার মর্ম হচ্ছে- সৌন্দর্য লাভে তারা এটি করে। এ কথার মধ্যে এই ইঙ্গতি রয়ছেে য, হারাম হলো: সৌন্দর্য্যরে নমিত্তিে কৃত কর্মটি। আর যদি চকিৎিসার জন্য কংিবা দাঁতরে কোন ত্রুটরি কারণে এর প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোন অসুবধিা নইে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]

২। শোভাবর্ধক কসমটেকি সার্জারি: এটি হলো সার্জারি কারীর চোখে নজিরে অবয়বরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। যমেন নাককে ছোট করার মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন কংিবা স্তনদ্বয়কে ছোটকরণ কংিবা বড়করণরে মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন। অনুরূপভাবে ফসেলফ্টি সার্জারি করা, ইত্যাদি।

এ ধরণরে সার্জাররি আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন কারণ নইে। বরঞ্চ এতে সর্বোচ্চ যা রয়ছেে তা হলো আল্লাহ্র সৃষ্টকিে বকিৃত করা এবং মানুষরে কুপ্রবৃত্তি ও খয়োলখুশি মতো এতে অনর্থক পরবির্তন করা। এ কারণে এটি হারাম; যা করা নাজায়যে। যহেতেু এটি আল্লাহ্র সৃষ্টতিে বকিৃতি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তাঁর পরবির্তে তারা দবেীরই পূজা করে এবং বদ্রিোহী শয়তানরেই পূজা কর; আল্লাহ যাকে লা'নত করছেনে এবং যে বল: 'আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদরে একটি নর্দিষ্টি অংশকে আমার অনুসারী করে নবে, আমি অবশ্যই তাদরেকে পথভ্রষ্ট করব, অবশ্যই তাদরে হৃদয়ে মথি্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদরেকে নর্দিশে দবে; ফলে তারা পশুর কান ছদ্রি করবে। আর অবশ্যই তাদরেকে নর্দিশে দবে, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টকিে বকিৃত করবে।'[সূরা নসিা, আয়াত: ১১৭-১১৯]

আরও জানতে পড়ুন: শাইখ মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানক্বতিরি রচতি "আহকামুল জরিাহাত আত-তব্বিয়িা'।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কসমটেকি সার্জারি করা সম্পর্কে এবং এই জ্ঞান শক্ষিা করা সম্পর্কে? জবাবে তনিি বলনে: কসমটেকি সার্জারি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যে সার্জারি কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ঘটতি ত্রুটি দূর করে। এতে কোন অসুবধিা নইে, গুনাহ নইে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ ব্যক্তকিে একটি স্বর্ণরে নাক গ্রহণ করার অনুমতি দয়িছেলিনে; যার নাকটি যুদ্ধকালে কাটা পড়ছেলি।

দ্বতিীয় প্রকার: যে সার্জারি অতরিক্তি, যটেি কোন ত্রুটি দূর করার জন্য নয়; বরঞ্চ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য। এটি হারাম, নাজায়যে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীদরেকে লানত করছেনে যে ভ্রু প্লাক কর, যার ভ্রু প্লাক করা হয়, যে পরচুলা লাগানোর কাজ কর, যাকে পরচুলা লাগানো হয়, যে উল্কি অঙ্কনরে কাজ করে এবং যাকে উল্কি করানো হয়। যহেতেু এগুলো কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয় না; বলিাসী সৌন্দর্যবর্ধনে করা হয়।

পক্ষান্তরে যে ছাত্ররে পাঠ্য সলিবোসে কসমটেকি সার্জারি সাবজক্টে রয়ছেে; সইে সাবজক্টেটি পড়ায় তার গুনাহ হবে না। কন্তিু হারাম অবস্থাগুলোর ক্ষত্রেে সে এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করবে না। বরং কউে তাকে করতে বললে সে তাকে এটি

বর্জন করার উপদেশ দেবে। যেহেতু এটি হারাম। হতে পারে উপদেশটি যদি কোন ডাক্তারের মুখ থেকে আসে তাহলে সেটি মানুষের মনে বেশি দাগ কাটবে।[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (৪/৪১২)]

উত্তরের সারাংশ:

যদি নাকের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে কিংবা কোন বিকৃতি থাকে এবং এই সার্জারির মাধ্যমে সেই ত্রুটিটি দূর করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই।

আর যদি নিছক সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য হয় তাহলে এই সার্জারি করা জায়েয হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।